# ফয়যানে গাউছে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

08-December-2019

## গিয়ারভী শরীফের ইজতিমার
## সুন্নাতে ভরা বয়ান
**(Bangla)**

(For Islamic Brothers)

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الۡمُرۡسَلِیۡنَ ط
اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ط
اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیۡكَ یَارَسُوۡلَ اللّٰہ وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصۡحٰبِكَ یَا حَبِیۡبَ اللّٰہ
اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیۡكَ یَا نَبِیَّ اللّٰہ وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصۡحٰبِكَ یَا نُوۡرَ اللّٰہ
نَوَیۡتُ سُنَّتَ الۡاِعۡتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। **ফতোয়ায়ে শামীতে** বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাকের** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

## দরূদ শরীফের ফযীলত

**প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنۡ صَلّٰی عَلَیَّ مِاءَۃً كَتَبَ اللّٰہُ بَیۡنَ عَیۡنَیۡہِ بَرَاءَۃً مِّنَ النِّفَاقِ وَبَرَاءَۃً مِّنَ النَّارِ وَاَسۡكَنَہُ اللّٰہُ یَوۡمَ الۡقِیَامَۃِ مَعَ الشُّہَدَاءِ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার উপর একশত বার দরূদ শরীফ পাঠ করবে **আল্লাহ পাক** তার দুই চোখের মাঝখানে লিখে দিবেন যে, এই ব্যক্তি নিফাক এবং দোযখের আগুন থেকে মুক্ত এবং তাকে কিয়ামতের দিন শহীদগণের সাথে রাখা হবে।

**(মাজমাউয যাওয়াইদ, কিতাবুল আদইয়া, বাবুস সালাতি আলান নবীয়্যি....., ১০/২৫৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৭২৯৮)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِیَّۃُ الۡمُؤۡمِنِ خَیۡرٌ مِّنۡ عَمَلِہٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

**(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং ৫৯৪২)**

**গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট:**

নেক ও জায়িয কাজে যত ভালো নিয়্যত, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

## বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

☆ দৃষ্টিকে নত রেখে মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ☆ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ☆ تُوْبُوْا اِلَى الله! ,اُذْكُرُ الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ☆ ইজতিমার পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং এক একজনকে ব্যক্তিগতভাবে বুঝাবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** اَلْحَمْدُ لِلّٰه মাহে রবিউল আখির সুবাস ছড়িয়ে যাচ্ছে আর আজ তার এগারতম রাত, যেটাকে আশিকানে গাউছে আযম বরকতপূর্ণ গিয়ারবী শরীফ বলে থাকে। এই তারিখে সারা বিশ্বে আশিকানে গউছ ও রেযা, হযরত শায়খ আব্দুল কাদির জিলানি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ওরস মোবারক অত্যন্ত জাকজমক ও সম্মানের সাথে উদযাপন করে। সারা বিশ্বে আশিকানে রাসূল বিভিন্ন পন্থায় হুযুর গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর রূহ মোবারকে সাওয়াব পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেন, কোথাও ইজতিমার ব্যবস্থা করা হয় কোথাও কুরআনে করীম তিলাওয়াতের ব্যবস্থা করা, আবার কোথাও মাদানী মুযাকারার মাধ্যমে আশিকানে গাউছে আযম একত্রিত হয় কোথাও নফল রোযা রেখে সাওয়াব পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হয়। কোথাও গাউছে পাকের পবিত্র রূহ মোবারকে সাওয়াবে পৌঁছানোর জন্যে পুস্তিকা সমূহ বিতরণ করা হয়, তবে কোন কোন ইজতিমায় লঙ্গরে গাউছিয়ার ব্যবস্থাও করা হয়।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের **মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশে সারা বিশ্বে এই মহত্বপূর্ণ রাতে ইজতিমায়ে গাউছিয়ার আয়োজন করে থাকে, তারই ধারাবাহিকতায় আজ আমরাও সেই মহান ব্যক্তি যিনি বাগদাদের যমিনে আপন মাযার মোবারকে আরাম করছেন, সেই মহান ব্যক্তির আলোচনা শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করবো। আজকের বয়ানে হুযুর গাউছে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর

পবিত্রময় শৈশব কালের কিছু ঘটনার পাশাপাশি তার সৌভাগ্যময় বেলাদত শরীফের সাথে সম্পর্কযুক্ত কিছু সু-সংবাদেরও আলোচনা হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই যে হুযুর গাউছে পাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ পৃথিবীতে আগমনকারী ছিলেন, কিন্তু তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর স্বয়ং নিজের বেলায়ত সম্পর্কে কখন অবগত হলেন এটাও শুনবো। তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর পবিত্র জীবনের কিছু ঘটনা শুনার সাথে সাথে তার ইলমের স্তর সম্পর্কিত কিছু বিষয়ও জানার সৌভাগ্য অর্জন করবো। এভাবে ধর্মীয় ইলম অন্বেষণ (Students) এর ব্যাপারে তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর ভালবাসা ও আন্তরিকতা এবং স্ব-উদ্যেগী ও নম্রতা প্রসঙ্গে কিছু ঘটনা বর্ণনা করা হবে, নিশ্চিতভাবে একজন সঠিক পীর মানুষের সত্যিকারের পথপ্রর্দশক এবং যে বরকত মানুষ আপন পীর থেকে অর্জন করতে পারে সেই বরকত হয়তঃ অন্য কোন পীর থেকে পাওয়া সম্ভব হয় না, এজন্য হুযুর গাউছে পাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর কিছু বাণীর মাধ্যমেও আমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। তার সাথে হুযুরে গাউছে পাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর মুরিদ হওয়ার উপকারিতাও শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করবো।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** সরকারে গাউছে আযম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এমন পবিত্রময় এবং মহান বুযুর্গ স্বয়ং **রাসূলে করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم অন্যান্য নবীগণ عَلَیۡہِمُ السَّلَام এবং অসংখ্য আউলিয়া কেরাম رَحِمَہُمُ اللّٰہُ السَّلَام তাঁর জন্মের পূর্বে তাঁর বেলায়তের সু-সংবাদ দিয়েছেন, যেমন

## (১) নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর জন্মের সু-সংবাদ দিয়েছেন

মাহবুবে সোবহানি শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর সম্মানীত পিতা হযরত সায়্যিদুনা আবু ছালেহ মূসা জঙ্গী দোস্ত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ হুযুর গাউছে আযম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর বেলাদতের রাতে দেখলেন যে **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কেরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان এবং আউলিয়ায়ে কেরাম رَحِمَہُمُ اللّٰہُ السَّلَام এর সাথে তার ঘরে তাশরীফ আনলেন এবং এই শব্দগুচ্ছ দ্বারা তাঁকে সম্বোধন করে সু-সংবাদ প্রদান করলেন যে: "হে আবু ছালেহ! **আল্লাহ পাক** তোমাকে এমন ছেলে দান করেছেন যে

হলো অলী, সে আমার এবং **আল্লাহ পাকের** মাহবুব, আউলিয়ায়ে কেরাম এবং আবদাল رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এর মাঝে তার এমন মর্যাদা হবে, যেমন নবীগণ عَلَيۡهِمُ السَّلَام এবং রাসূলগণ عَلَيۡهِمُ السَّلَام এর মধ্যে আমার মর্যাদা।" (সীরাতে গাউছুছ ছাক্বালাঈন, ৫৫ পৃষ্ঠা)

## (২) আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيۡهِمُ السَّلَام এর সু-সংবাদ প্রদান

হুযুরে গাউছে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর সম্মানীত পিতাকে সকল আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيۡهِمُ السَّلَام এই সু-সংবাদ প্রদান করেন যে সকল আউলিয়া কেরাম তোমার ছেলের অনুসারী হবে এবং তাদের গর্দানের উপর তাঁর কদম হবে।

(সীরাতে গাউছুছ ছাক্বলাঈন আযম ৫৫ পৃষ্ঠা)

হুযুরে গাউছে আযম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর পূর্বে অনেক আউলিয়া কেরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام তাঁর আগমনের সু-সংবাদ দিয়েছেন, যেমন

## (৩) হযরত হাসান বসরী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর সু-সংবাদ

হযরত হাসান বসরী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ নিজের মোবারক সময় থেকে শুরো করে হযরত শায়খ সায়্যিদুনা আব্দুল কাদির জিলানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর সময় পর্যন্ত ধারাবাহিক সংবাদ দিয়েছেন, যতই আউলিয়া কেরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام অতিবাহিত হয়েছে, সকলেই আব্দুল কাদির জিলানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর (আগমনের) সু-সংবাদ দিয়েছেন।

(সিরাতে গাউছুছ ছাক্বলাঈন, ৫৮ পৃষ্ঠা) (গাউছে পাক কি হালাত, ২২ পৃষ্ঠা)

## (৪) হযরত শায়খ আবু বকর হুয়ার رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর সু-সংবাদ প্রদান

একইভাবে হযরত শায়খ আবু বকর বিন হুয়ার رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ একদিন নিজের মুরিদদেরকে বললেন: অতিশীঘ্রই ইরাকে একজন অনারবি ব্যক্তি যে **আল্লাহ পাক** এবং লোকজনের নিকট মর্যাদাবান হবে, তার নাম আব্দুল কাদির হবে, সে বাগদাদ শরীফে জন্মগ্রহণ করবে, قَدَمِیۡ هٰذِهٖ عَلٰی رَقَبَةِ كُلِّ وَلِیِّ اللهِ (অর্থাৎ আমার এই কদম প্রত্যেক অলির গর্দানের উপর) এটা ঘোষণা করবে এবং যমানার সকল আউলিয়ায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام তাঁর অনুসারী হবে। (বাহজাতুল আসরার, ১৪ পৃষ্ঠা) (গাউছে পাক কি হালাত, ২৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** হুযুর গাউছে رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ দুনিয়ায় আগমনকারী ছিলেন। তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ সে সময়ে নিজের সম্মানীতা আম্মাজান رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہَا এর পেট মোবারকে ছিলেন, সম্মানীতা আম্মাজান رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہَا এর যখন হাঁচি আসতো, তখন তিনি "اَلۡحَمۡدُلِلّٰہ" বলতেন, আর তা শুনে গাউছে পাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ পেট থেকেই "یَرۡحَمُکِ اللّٰہُ" বলতেন, তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ রমযানুল মোবারকে সুবহে সাদিকের সময় দুনিয়াতে তাশরীফ নিয়ে আসেন, সে সময়ে ঠোঁট মোবারক ধীরে ধীরে নড়াচড়া করতেছিলো এবং **আল্লাহ আল্লাহ** আওয়াজ আসছিল। (মুন্নার লাশ ৪-৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

## খেলা ধূলার প্রতি অনিচ্ছুক

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** সাধারণত দেখা যায় যে শৈশব কালে বাচ্চারা খেলা ধূলার প্রতি আসক্ত হয় এবং বড় হলে এর থেকে দূরে থাকে অথচ আমাদের গাউছে পাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর শান দেখুন যে ছোটকাল থেকে তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ খেলা ধূলার প্রতি মনোযোগী ছিলেন না, একদম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতো এবং যবানে পাক থেকে কখনো জ্ঞানহীন কথা বের হতো না, নিজের শৈশব কাল প্রসঙ্গে স্বয়ং নিজেই বলেন: জ্ঞানবুদ্ধি হওয়ার পর থেকে যখন আমি ছেলেদের সাথে খেলতে চাইতাম তখন অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসতো: "খেলা ধূলা থেকে বেঁচে থাকো" যেটা শুনে আমি থেমে যেতাম এবং নিজের আশেপাশে দেখতাম তো কাউকে দেখতাম না, যার কারণে আমার ভয় হতো, তো তাড়াতাড়ি পালিয়ে ঘরে চলে যেতাম এবং সম্মানীতা আম্মাজানের কোলে এসে নীরব থাকতাম, ঐ আওয়াজ আমি একাই শুনতে পেতাম, যদি আমার ঘুম আসতো তখন তৎক্ষনাৎ আমার কানে এসে আমাকে সতর্ক করে দিতো যে "তোমাকে এজন্য সৃষ্টি করা হয়নি যে তুমি ঘুমিয়ে থাকবে।"

(বাহজাতুল আসরার ৪৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

## বাচ্চাদের আল্লাহ আল্লাহ বলা শেখানো

হে আশিকানে গাউছে আযম! আমাদেরও নিজেদের বাচ্চাদেরকে অন্যান্য অশ্লীল কথা শেখানোর পরিবর্তে **আল্লাহ পাক** এবং তাঁর **রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর যিকির শেখানো উচিৎ, اِنۡ شَآءَ اللّٰہ তার প্রভাব বাচ্চাদের উপর পরবে, যেমন

মাকতাবাতুল মদীনা হতে প্রকাশিত কিতাব "ইসলামী জিন্দেগী" এই কিতাবে বাচ্চাদের লালন পালনের ইসলামী পদ্ধতি লিখা রয়েছে, যার সারমর্ম হলো: ✲ যখন বাচ্চা বলতে শিখে তখন তাকে **আল্লাহ পাকের** নাম শেখান, আগেকার মায়েরা আল্লাহ আল্লাহ বলে বাচ্চাদের কথা বলা শিখাতো, কিন্তু আফসোস! এখনতো বিভিন্ন ধরনের মিউজিক বিশিষ্ট খেলনা বাচ্চার আশে পাশে রাখা হয়। ✲ যখন বাচ্চার বুদ্ধি হয়ে যায়, তখন তার সামনে এমন কাজ না করা যার দ্বারা বাচ্চার চরিত্রের উপর প্রভাব পরে। কেননা বাচ্চারা নিজের সামনে করা কাজটা নকল করে থাকে। সুতারাং তার সামনে নামায পড়ুন, কুরআনে কারীমের তেলাওয়াত করুন যাতে তার মধ্যেও এই অভ্যাস হয়ে যায়। ✲ যখন বাচ্চা যথেষ্ট বুদ্ধিমান হয়ে যাবে তখন তাকে কালিমা, নামায, ঈমানে মুজমাল, ঈমানে মুফাসসাল এবং অযু, গোসল ইত্যাদির হুকুম আহকাম শেখাতে থাকুন। (ইসলামী জিন্দেগী, ৩০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** বাচ্চাদের প্রশিক্ষণের জন্য একটি সুন্দর এবং এমন একটি সহজ পদ্ধতি হলো যে, যদি প্রত্যেকটা ঘরে এই পদ্ধতি চালু হয়ে যায়, ঘরের বড়রা বা সদস্যরা এই পদ্ধতি অবলম্বন করে তাহলে **আল্লাহ পাকের** রহমতের আশা করা যায় যে আমাদের বাচ্চা, ছোট বয়স থেকেই আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ বলা শিখবে, গুণগুণ করে নাত গাইবে, দরুদ সালাম পড়বে, এই পদ্ধতি অবলম্বনের বরকতে বাচ্চাদের প্রশিক্ষণের সাথে সাথে প্রতিটা ঘরে সুন্নাতের বাহার আসা শুরো হয়ে যাবে, এই পদ্ধতি অবলম্বনের বরকতে প্রতিটি ঘর নিরাপত্তার চাদরে ঢাকা পড়বে, এই পদ্ধতি অবলম্বনের বরকতে ঘর থেকে বিপদ আপদ দূর হয়ে যাবে। আশিকানে রাসূল এই চিন্তায় আছেন হয়তো শেষ পর্যন্ত সেটা কোন পদ্ধতি যেটা অবলম্বন করলে এসকল বরকত নসীব হবে, অনুরোধ হলো সকল ইসলামী ভাই এই পদ্ধতিকে

নিজের ঘরে বাস্তবায়ন করুন তাহলে আমাদের বাচ্চাদের প্রশিক্ষণও হবে এবং তারা প্রথম থেকেই আল্লাহ আল্লাহ যিকিরকারী হয়ে যাবে।

**মনোযোগ দিয়ে** শুনুন সেই পদ্ধতটি কে শুনতে চান? জি হ্যাঁ! সেই পদ্ধতি হলো মাদানী চ্যানেল দেখা!!! আমাদের মাঝে বর্তমান সময়ে অসংখ্য আশিকানে রাসূল রয়েছে যাদের ঘরে মাদানী চ্যানেল চলার বরকতে অসংখ্য বরকত পাওয়ার পাশাপাশি বাচ্চাদের প্রশিক্ষণও হচ্ছে, যাদের ঘরে আজও পর্যন্ত মাদানী চ্যানেল চলে না বা কখনো কখনো চলে, তারা ঘরে একবার মাদানী চ্যানেল লাগিয়ে দেখুন, শেষ পর্যন্ত এটা কেমন জিনিস যার বরকতে এতো অসংখ্য বরকত পাওয়া যায়, আপনারা যখনি মাদানী চ্যানেল লাগাবেন বা তেলাওয়াতে কুরআনের আওয়াজ আসবে, বা নাতে মুস্তফা পরিবেশন হবে, কখনো হালাল ও হারামের মাসআলা বয়ান করা হবে, কখনো সুন্নাতে ভরা বয়ানের মাধ্যমে নেকীর দা'ওয়াত দেওয়া হবে, মোটকথা! মাদানী চ্যানেল সব সময়, দিন হোক বা রাত আমাদের এবং আমাদের বাচ্চাদের কোন না কোন নেকীর কথা বর্ণনা করবে, ভালো কথা শেখাবে, আমরা একবার ঘরে মাদানী চ্যানেল লাগিয়ে তো দেখি। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামী ইলেকট্রেনিক মেডিয়ার যুগে পরিবর্তনের অন্যরকম একটি মাধ্যম উপহার দিয়েছে, সেই মহত্বপূর্ণ উপহার এবং আনন্দময় উপহার এটাই যে রবিউল আউয়াল ১৪৪১ হিজরী মোতাবেক ৩০ অক্টোবর ২০১৯ ইংরেজী বাচ্চাদের জন্যে মাদানী চ্যানেল kids Madani Channel নামে বিশেষভাবে সম্প্রচার শুরু হয়েছে, যেটার মধ্যে বাংলাদেশী সময় অনুযায়ী প্রতিদিন বিকেল ৫ টা থেকে ৭ টা পর্যন্ত অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হয়ে থাকে। সুতরাং সময়কে গণিমত মনে করে নিজেদের বাচ্চাদেরকে দুই ঘন্টার এই অনুষ্ঠান অবশ্যয় দেখান এবং এর বরকত অর্জন করুন। বিশেষ করে কোন এলাকায় মাদানী চ্যানেল চলতে কোন প্রকারের সমস্যা (Promlem) হলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের যিম্মাদারের সাথে যোগাযোগ করুন।

এছাড়া اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه আমীরে আহলে সুন্নাত আল্লামা মাওলানা ইলিয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه বাচ্চাদের মাদানী প্রশিক্ষণের জন্যে সত্য ঘটনাসমূহ লিখে থাকেন, যেখানে অনেক সুন্দর সুন্দর পুস্তিকার ভূমিকা রয়েছে, বচন ভঙ্গীও অনেক সহজ করা হয়েছে যাতে বাচ্চারা খুব সহজেই বুঝতে পারে, এর সাথে সাথে বিভিন্ন

স্থানে প্রামাণ্য চিত্র তৈরী করা হয়েছে যাতে বাচ্চাদের জন্য আকর্ষণীয় হয়, বাচ্চাদের এই ঘটনা মাকতাবাতুল মদীনা থেকে হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করুন এবং ওয়েব সাইট থেকে পড়তে চাইলে দা'ওয়াতে ইসলামীর ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকে আপনারা সেই ঘটনাগুলো পড়ে নিতে পারেন, ডাউন্ডলোডও করতে পারেন এবং তার প্রিন্টও বের করতে পারবেন। সেই পুস্তিকাগুলোর নাম হলো: (১) নূর ওয়ালা চেহারা (২) ফিরাউনের স্বপ্ন (৩) ছেলে হলে এমন (৪) মিথ্যুক চোর।

"সন্তানের হক" সম্পর্কিত আর্কষণীয় প্রশ্নত্তোরের ওয়েব সাইট এবং মেমোরি কার্ড বনামে ফয়যানে মাদানী মুযাকারা ০৮ নাম্বার দেখুন এবং বাচ্চাদের দেখাতে পারবেন।

হায় যদি! বাচ্চাদের জ্বিন ও ভূতের ঘটনা পড়ানো বা শুনানোর পরিবর্তে আমরা সত্যিকার ইসলামী ঘটনা গুলো বাচ্চাদেরকে পড়াতাম বা শুনাতাম, اِنْ شَآءَ الله আমরা দেখতাম যে আমাদের বাচ্চারা মাদানী পরিবেশে কিভাবে তাড়াতাড়ি সম্পৃক্ত হয়ে যেতো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

**হে আশিকানে গাউছে আযম!** আমরা সরকারে গাউছে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সম্পর্কে শুনছিলাম। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শৈশবকাল সম্পর্কিত আরও কিছু ঘটনা শ্রবণ করুন, যেমন

## নিজের বেলায়ত সম্পর্কে অবগত হওয়া

হুযুর গাউছে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যখন আমি ছোট বেলায় মাদরাসায় যেতাম তো প্রতিদিন একজন ফেরেশতা মানুষের আকৃতিতে আমার কাছে আসতো এবং আমাকে মাদরাসায় নিয়ে যেতো, স্বয়ং নিজে আমার পাশে বসতো, আমি তাকে একদম চিনতাম না যে এটা ফেরেশতা, একদিন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম: আপনি কে? তো সে উত্তর দিলো: আমি ফেরেশতাদের মধ্য থেকে একজন ফেরেশতা, **আল্লাহ পাক** আমাকে এজন্যই পাঠিয়েছেন যে আমি যেন মাদরাসায় আপনার সাথে থাকি।

## উচ্চ মর্যাদাবান

হুযুর গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আরও বলেন: একদিন এক ব্যক্তি আমার সাথে গমন করছিল, যাকে আমি একদম চিনতাম না, সে যখন ফেরেশতাদেরকে এটা বলতে শুনলো যে জায়গা প্রশস্ত করে দাও আল্লাহর পাকের ওলী বসবে, তখন সে ফেরেশতাদের বলল: এটা কার ছেলে? ফেরেশতারা উত্তর দিলো: এটা নবী পরিবারের সন্তান, তিনি অতিশীঘ্রই উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হবে।

(বাহজাতুল আসরার, (উর্দু) ৪৮ পৃষ্ঠা)

## আল্লাহ পাকের ওলীকে বসার জায়গা দাও

ছরকারে গাউছে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সাহেবজাদা শায়খ আব্দুর রাজ্জাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বর্ণনা হলো: একদা হুযুর গাউছে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে জিজ্ঞাসা করা হলো: আপনি ওলী হওয়ার ব্যাপারে কখন জানতে পারলেন? তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: যখন আমার বয়স দশ বছর (10 Years) ছিলো আর আমাদের শহরের মাদরাসায় যেতাম এবং ফেরেশতাদেরকে আমার পিছনে এবং আশেপাশে চলতে দেখতাম, যখন আমি মাদরাসায় পৌঁছতাম তখন তারা বার বার এটা বলতো যে: **আল্লাহ পাকের** ওলীকে বসার জন্য জায়গা দাও। এই ঘটনা বার বার দেখে আমার মনে এটা অনুভব হলো যে **আল্লাহ পাক** আমাকে নিজের ওলী বানিয়ে নিয়েছেন।

(বাহজাতুল আসরার, (উর্দু) ৪৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب!    صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে আউলিয়া! হুযুর গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর উপর **আল্লাহ পাকের** দয়া হয়েছে যে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের বেলায়াতকে চিনে নিয়েছেন কিন্তু মনে রাখবেন! ওলীর উপর এটা প্রকাশ হয়ে যাওয়া যে তিনি ওলী, এটা বেলায়তের আবশ্যক নয়, নিঃসন্দেহে ওলী অবশ্যই আলিম হয়ে থাকে এবং শরীয়তের অনুসারী হয়, কোন বে-নামাযী, মদ্য ও জুয়ায় অভ্যস্ত, শরীয়তের পরিপন্থী কর্ম সম্পাদনকারী কখনো ওলী হতে পারে না। এই সময়ের বিবর্তনে বিশেষ করে যুব সমাজ এমন লোকের সন্ধানে থাকে যে, যাকে তারা দুনিয়ার সাফলতার জন্যে নিজেদের পথপ্রর্দশক বানাতে পারবে। কিন্তু শত আফসোস! ইসলামী শিক্ষা থেকে দূরে থাকার

কারণে তারা এই কথাটা ভুলে বসেছে যে দুনিয়ার জীবন শেষ হয়ে যাবে। সুতরাং পরকালের জীবনে মুক্তি পাওয়ার এবং **আল্লাহ পাকের** দরবারে সফলতা অর্জন করা অবশ্যই প্রয়োজন, আমরা দুনিয়াতে এমন লোকের সন্ধান করি, যে আদর্শে ও চরিত্রে সর্বোত্তম মডেল হবে এবং আমরা তাকে নিজের পথপ্রদর্শক বানিয়ে গর্ববোধ করবো।

صَلُّوا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নবী করীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সংস্পর্শ অন্যদের জন্য প্রশিক্ষণের কারণ হয়ে থাকে, যে কেউ **আল্লাহ পাকের** অনুগ্রহে **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সংস্পর্শের মর্যাদা পেয়েছে সে রাসূলে পাকের সংস্পর্শের বরকতে উজ্জল নক্ষত্র হয়ে যায়। **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পর অন্যদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রশিক্ষিত সাহাবায়ে কেরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان পালন করে যান। সাহাবায়ে কেরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان এরপর প্রত্যেক যুগে এমন ওলামা এবং নেককার ব্যক্তি আসতে থাকে যারা নিজেদের উত্তম আদর্শে নেকীর দা'ওয়াত দিয়ে এই মহান কাজকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যান। বাদশাহী প্রতিষ্ঠা হতে থাকে এবং ধ্বংস হতে থাকে, রাজত্ব কায়েম হতে থাকে আর নিঃশেষ হতে থাকে, শহর স্থাপন হতে থাকে এবং জনশূন্য হতে থাকে, কিন্তু **আল্লাহ পাকের** ঐ নেক বান্দারা নেকীর দা'ওয়াত দেওয়ার মতো সেই গুরুত্বপূর্ণ কাজকে কখনো ছেড়ে দেয়নি। সেই লোকেরা যখন **আল্লাহ পাকের** হুকুমকে স্বয়ং নিজের উপর আবশ্যক করে নেন তো **আল্লাহ পাক** তাদের রাজত্ব ও বাদশাহী লোকদের অন্তরে স্থাপন করে দেন এবং তাঁদের মাথায় আপন বেলায়তের তাজ দ্বারা সজ্জিত করে দেন।

## গাউছে আযমের মহত্ত

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ এমন সম্মানীত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে একজন হলো হুযুর গাউছে আযম জিলানী رَحۡمَۃُاللہِ عَلَیۡہِ, যিনি ঈর্শা ও ভয়ের প্রতি অমুক্ষাপেক্ষী হয়ে শুধুমাত্র **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য নিজের জীবনের প্রতিটা মূহুর্ত মানুষের সংশোধনের জন্য উৎসর্গ করেছেন এবং তাঁদের পরকালকে সজ্জিত করার জন্যে সারা জীবন ইবাদতে মগ্ন

থাকেন। **আল্লাহ পাক** তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দ্বারা ধন্য করেছেন। গাউছে পাকের মহত্ত দেখুন যে তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ জন্ম থেকেই **আল্লাহ পাকের** ওলী ছিলেন। (তাফরীহুল খাতির, ৫৮ পৃষ্ঠা) গাউছে পাকের মহত্ত দেখুন যে তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর জন্ম হতেই রোযা রেখে ছিলেন, সেহরীর সময় দুধ পান করতেন আর সূর্য অস্তের সময় রোযার ইফতার করতেন। গাউছে পাকের শান দেখুন পাঁচ বছর বয়সে তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে بِسۡمِ الله শরীফের সবক দেওয়া হলে তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ اَعُوۡذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيۡطٰنِ الرَّجِيۡمِ এবং بِسۡمِ اللهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ বলে এরপর ১৮ পারা কুরআন শরীফ শুনিয়ে দিলেন এবং বললেন: আমার মা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهَا এর এতটুকু মুখস্থ ছিলো, তিনি তিলাওয়াত করতেন আর আমি শুনে শুনে মুখস্থ করে নিয়েছি। (মুন্নার লাশ, ৪ পৃষ্ঠা) **গাউছে পাকের মহত্ত দেখুন** যে তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ৪০ বছর পর্যন্ত এশারের অযু দিয়ে ফজরের নামায আদায় করেছেন, তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর সাধারণ কাজ ছিলো যে যখনি অযুবিহীন হতেন সে সময়ে অযু করে দুই রাকাত নফল নামায আদায় করে নিতেন। (বাহজাতুল আসরার, (উর্দু) ১৬৪ পৃষ্ঠা) **গাউছে পাকের শান দেখুন** তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ অনেক ইবাদত এবং কুরআন করিম তিলোওয়াত করতেন, ১৫ বছর পর্যন্ত পুরো রাতে কুরআনে পাকের একটি করে খতম আদায় করতে থাকেন। (বাহজাতুল আসরার, (উর্দু) ১১৮ পৃষ্ঠা) এবং প্রতিদিন এক হাজার রাকাত নফল নামায আদায় করতেন। (গাউছে পাক কে হালাত, ৩২ পৃষ্ঠা) **গাউছে পাকের শান দেখুন** যে তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ১৩ বছর বয়স থেকে বয়ান করা শুরু করেন, তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ থেকে মাদরাসায়ে আলিয়ার শিক্ষার্থীরা তাফসীর, হাদীস এবং ফিকাহ ইত্যাদি পড়তেন, দুপুরের আগে এবং পরে এই দুই সময়ে লোকদেরকে তাফসীর, হাদীস, ফিকাহ, ইলমে কালাম, ইলমে উসূল এবং ইলমে নাহু পড়াতেন, যোহরের নামাযের পর তাজবীদের সাথে কুরআনে করীম পড়াতেন। (বাহজাতুল আসারার, ২২৫ পৃষ্ঠা) **গাউছে পাকের শান দেখুন** যে তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর হাত মোবারকে পাঁচ শতরও (৫০০) বেশী অমুসলিম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে এবং এক লাখেরও বেশী ডাকাত, চোর, ফ্যাসাদকারী এবং বড় বড় গুনাহগাররা তাওবা করেছে।

(বাহজাতুল আসরার, (উর্দু) ১৮৪ পৃষ্ঠা)

**হে আশিকানে রাসূল!** আপনারা শুনলেনতো যে আমাদের গাউছে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কি রকম উচুঁ মর্যাদার ব্যক্তিত্ব এবং পবিত্রময় বৈশিষ্টের অধিকারী ছিলেন,

সুতরাং আমাদেরও তার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর জীবনের উপর আমল করে নিজের দুনিয়া ও আখিরাতকে সুন্দর করার দৃঢ় অঙ্গিকার করে নেওয়া উচিৎ। **আল্লাহ পাক** আমাদেরকেও সত্যিকারার্থে হুযুর গাউছে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর পদাঙ্ক অনুস্বরণ করে চলার তাওফীক দান করুন।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

## জ্ঞানের সমুদ্র

**হে আশিকানে গাউছে আযম!** সরকারে গাউছে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه **আল্লাহ পাকের** বড় ওলীর হওয়ার সাথে সাথে আপন যুগে অনেক বড় ইমাম, মুফতি এবং ইলমে দ্বীনের সমুদ্র ছিলেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর ইলমের মর্যাদা এমন বিস্তৃত ছিলো যে বড় বড় ওলামায়ে কেরাম তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর দরবারে হাজির হয়ে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর ফয়য ও বরকত এবং তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর সংস্পর্শে অসংখ্য বরকতসমূহ লাভে ধন্য হতেন, যেমন

## আল্লামা ইবনে জাওযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর ইলমী খিদমত

আল্লামা ইবনে জাওযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه আপন যুগে অনেক বড় আলিম এবং ইমাম ছিলেন, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه ইলমে কুরআন, ইলমে হাদীস, ইলমে ফিকাহ, যিউগ্রারাফি, চিকিৎসা বিজ্ঞান, ইতিহাস, তাফসীর, ভূগল শাস্ত্র, গণিত, ভাষা এবং নাহু ইত্যাদি বিষর ছাড়াও অন্যান্য অনেক বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিতাবাদি লিখেন, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর কিতাবাদির সংখ্যা তিনশর (300) চেয়েও বেশী হবে, যার মধ্যে কোন কোন কিতাব বিভিন্ন খন্ডে বিভক্ত হয়েছে। (মুকাদ্দামা উয়ুনূল হিকায়াত, ১ খন্ড, ১৬ পৃষ্ঠা)

হযরত ইমাম ইবনে কুদামা হাম্বলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: হযরত ইমাম ইবনে জাওযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه আপন যুগে খতীবদের ইমাম ছিলেন, বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিতাবাদি লিখেন, পড়াতেনও, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه হাফিজে হাদীসও ছিলেন। (এক লাখ (১০০,০০০) হাদীস শরীফ সনদ সহকারে মুখস্তকারী সৌভাগ্যবানকে হাফিজে হাদীস বলা হয়) (মুকাদ্দামা আসুঁ কা দরিয়া, ১৫ পৃষ্ঠা)

আসুন! সেই সময়ের মহান ইমাম আল্লামা ইবনে জাওযী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর একটি ঘটনা শ্রবণ করি, যেমন

## গাউছে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর তাফসীর শাস্ত্রে পারদর্শীতা

হযরত হাফিজ আবুল আব্বাস আহমদ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আল্লামা ইবনে জাওযী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর সাথে একবার হুযুর গাউছে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর ইজতিমায়ে গাউসিয়াতে উপস্থিত হলো, একজন কারী সাহেব কুরআনে পাকের তিলাওয়াত করলো, তিলাওয়াতের পর হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বয়ান শুরো করলেন, যেখানে তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তিলাওয়াতকৃত আয়াতে মোবারকা থেকে এক আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে আয়াতের অর্থ বর্ণনা করলেন। আমি আল্লামা ইবনে জাওযী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার কি সেই তাফসীরের জ্ঞান ছিলো? তিনি উত্তর দিলেন: হ্যাঁ! আমার জানা ছিলো। এরপর হুযুর গাউছে পাক এক এক করে এগারটি তাফসীর বর্ণনা করলেন, আমার জিজ্ঞাসা করাতে আল্লামা ইবনে জাওযী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলতে থাকেন: এই তাফসীর সম্পর্কে আমার জানা ছিলো। হযরত হাফিজ আবুল আব্বাস رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: হুযুরে গাউছে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ সেই এক আয়াতের চল্লিশটি তাফসীর বর্ণনা করলেন এবং প্রত্যেক তাফসীরকারকের নামও বলে দিলেন, কিন্তু এগারতম তাফসীরের পর প্রত্যেকটা তাফসীর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে আল্লামা ইবনে জাওযী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ না উত্তরে মাথা ঝুঁকিয়ে বলতে লাগলেন এর তাফসীর আমার জানা নেই। (আখবারুল আখইয়ার, ১১ পৃষ্ঠা, বাহজাতুল আসরার, ২২৪ পৃষ্ঠা, যুবদাতুল আছার, ৫২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

## গাউছে আযমের শান ও মর্যাদা

শায়খ ইমাম আবু আব্দুল্লাহ বিন আহমদ বিন কুদামা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: হযরত সায়্যিদ শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ইলম অর্জন করার জন্যে অনেক প্রচেষ্টা চালান। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ অনেক ওলামায়ে কেরাম এবং আপন যুগের প্রসিদ্ধ বুযুর্গের কাছ থেকে ইলম অর্জন করেন। যার ফলাফল এটাই হলো যে তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ আপন যুগের ওলামায়ে কেরাম এবং বুযুর্গদর মধ্যে শ্রেষ্ট মর্যাদায় আসীন

হয়। জ্ঞান অর্জন করার জন্যে তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ অনেক কষ্ট এবং মুসিবত সহ্য করেন। সর্বশেষ তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ দুনিয়াবী কার্যাদি ছেড়ে দিয়ে **আল্লাহ পাকের** নৈকট্য এবং নেকীর দা'ওয়াত দেওয়াতে মশগুল হয়ে গেলেন। সারা দুনিয়ায় তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর চর্চা শুরু হয়ে গেলো, ধর্মীয় উৎকর্ষতা তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর কারণে প্রকাশ পেতে লাগলো, ইলমের মর্যাদায় তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর কারণে বিস্তৃত হতে লাগলো এবং শরীয়তের ইমামগণ তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর কারণে শক্তি পেতে লাগলো। অসংখ্য ওলামায়ে কেরাম তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর প্রতি ঝুঁকে পড়ে এবং তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর শীর্ষ হওয়ার মর্যাদা অর্জন করেন, অনেক ফকীহ, বড় বড় ওলামা এবং উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন পীরানে কেরামগণ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর কাছ থেকে খিলাফতের তাজ পরিধান করেন। **(নুজহাতুল খাতিরুল ফাতির, ১৯, ২০ পৃষ্ঠা)**

হযরত শায়খ মুহাম্মদ বিন ইয়াহিয়া رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: যখন গাউছে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ইলমে দ্বীন থেকে অবসর হলেন পাঠদান এবং ফতোওয়া দেওয়ার মর্যাদায় আসীন হলেন, তার সাথে সাথে মানুষদেরকে নেকীর দাওয়াত দেওয়া এবং ইলম ও আমলের প্রদীপের আলো ছড়াতে মগ্ন হয়ে গেলেন, অতঃএব সারা পৃথিবীর ওলামায়ে কেরাম তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর পবিত্র দরবারে ইলম শিখার জন্য উপস্থিত হতেন, সেই সময়ে বাগদাদ শরীফে তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর কোন অবিভাবক ছিলো না। **(কলা ইদুল জাওয়াহির, ৫ পৃষ্ঠা)** তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ জ্ঞানের সমুদ্র ছিলো, যখন তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে তার ওস্তাদগণ ইলমে হাদীসের সনদ দেন তো বলতে লাগলেন: হে আব্দুল কাদির হাদীসের সনদতো আমরা আপনাকে দিয়ে দিয়েছি, কিন্তু সত্য এটাই যে হাদীসের অর্থ ও সারমর্ম বুঝা, তা আমরা আপনার কাছ থেকেই শিখেছি।

**(হায়াতুল মুয়াজ্জম ফি মানাকিবে গউসে আযম, ৪৬ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

**হে আশিকানে রাসুল!** হুযুর গাউছে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর ইলমে দ্বীন প্রসারে এমন উৎসাহ ও আগ্রহ ছিলো যে তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ নিজের সময়ের একদম অপব্যবহার করতেন না এবং ইলমে কাজেই অধিকাংশ সময় মশগুল থাকতেন, অন্য শহরের ছাত্ররাও তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর গুণাগুণ এবং জ্ঞানের বিষয়ে পারদর্শীতার চর্চা শুনে

তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর খিদমতে ইলমে দ্বীন অর্জন করতে এবং তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর সংস্পর্শের বরকত নেওয়ার জন্যে উপস্থিত হতে থাকে, তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ইলম ও আমলের এমন ফকির ছিলো যে কেউ তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর নিকট ইলম অর্জন করার জন্যে উপস্থিত হলে, সে খালি হাতে ফিরে যেতো না। আসুন! গাউছে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর ইলম ও আমল এবং পাঠদানের আগ্রহ এবং ইলমের খিদমতের ব্যাপারে শ্রবণ করি, যেমন

## জ্ঞানের পারদর্শীতার চর্চা

হযরত কাযী আবু সাঈদ মোবারক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর বাগদাদে একটি মাদরাসা ছিলো, তিনি সেখানে ইলম অর্জনকারীদেরকে শিক্ষা দিতেন, যখন কাযী সাহেব رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ গাউছে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর ইলম ও আমলের শ্রেষ্টত্যের ও যোগ্যতার ব্যাপারে জানতে পারলেন তখন কাযী সাহেব رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ নিজের মাদরাসা তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর নিকট অর্পণ করে দিলেন, অতঃপর লোকজন যখন গাউছে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর শ্রেষ্টত্য ও পরিপূর্ণতার এবং জ্ঞানের পারদর্শীতার চর্চা শুনলো তখন লোকজনের মধ্য থেকে অধিক সংখ্যক লোক তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর দরবারে ইলমে দ্বীন অর্জনের জন্য উপস্থিত হতে লাগলো। **(সিরাতে গউসে আযম, ৫৮ পৃষ্ঠা)**

## শিক্ষার্থীদের প্রতি ভালবাসা

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** হুযুর গাউছে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ইলম ও আমলের ফকির এবং উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন, তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ শিক্ষার্থীদের প্রতি একান্ত আন্তরিক ছিলেন এবং তাদের ছোট কাটো প্রয়োজনের দিকেও খেয়াল রাখতেন, যেমন

## ছাত্রদের ইলম অর্জনে সহায়তা

হযরত ইমাম ইবনে কুদামা হাম্বলী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর দরবারে হুযুরে গাউছে আযম সৈয়্যদ আব্দুল কাদির জিলানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো তখন তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: আমরা হুযুর গাউছে আযম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর হায়াতের শেষের দিকে পেয়েছি এবং তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর মাদরাসায় অবস্থান করি, তিনি

আমাদের তেমনিভাবে খেয়াল রাখতেন যে কোনো কোন সময় হুযুরে গাউছে আযম رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِ নিজের শাহজাদা হযরত ইয়াহিয়া رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِ কে আমাদের নিকট পাঠাতেন, তিনি আমাদের জন্যে চেরাগ জ্বালাতেন এবং হুযুরে গাউছে পাক رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِ আমাদের জন্য ঘর থেকে খাবার পাঠাতেন।

(সিয়ারু আলামিন নুবালা, শায়খ আব্দুল কাদির বিন আবি সালেহ, ১৫/১৮৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

## ছাত্রদের খিদমত করুন!

হে আশিকানে গাউছে আযম! আপনারা শুনলেনতো যে হুযুরে গাউছে পাক رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِ ইলমে দ্বীন অর্জনকারী ছাত্রদের প্রতি কেমন ভালবাসা রাখতেন, যে তাদের জন্যে নিজের ঘর থেকে খাবার পাঠিয়ে দিতেন, সুতরাং আমাদেরও উচিৎ যে ইলমে দ্বীনি অর্জনকারী ছাত্রদের প্রতি আপন আপন সামর্থ অনুযায়ী বেশী বেশী খেয়াল রাখা, যেমন তাদের মধ্যে বিশেষ করে গরীব ছাত্রদের জন্য কিতাবাদি, কাপড়, মৌসুম অনুযায়ী চাহিদা পূরণ **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি এবং অন্যান্য ভালো ভালো নিয়্যত সহকারে নিজে অংশগ্রহণ করে দ্বীনের সাহার্য্য কারীদের মধ্যে আমরাও অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবো, কি বুঝলেন! এই নেক আমলের বরকতে আমাদের রব তায়ালা আমাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে যাবে, কি বুঝতে পারলেন! এই নেক আমলের বরকতে আমাদের মাগফিরাতের মাধ্যম মিলে যাবে।

দেখুন! যেমনিভাবে আমরা আমাদের সন্তানদের ভালো থেকে ভালো খাবার খাওয়ানো পছন্দ করে থাকি, উত্তম থেকে উত্তম পোশাক পরিধান করাটা পছন্দ করে থাকি, একটু ভাবুন! শীতের মৌসুমে আমরা আমাদের সন্তাদের কত খেয়াল রাখি যেন আমার সন্তানের সর্দি লেগে না যায়, আমার সন্তানের স্বভাবতো এরকম, না সে সামান্য ঠান্ডা সহ্য করতে পারে, না সে হালকা গরমের মাত্রা সহ্য করতে পারে, একইভাবে ইলমে দ্বীন অর্জনকারী ছাত্রদেরও স্বভাবগত জীবনে অনেক কিছু প্রয়োজন হয়।

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর অধিনে ৬০৬ টিরও বেশী জামিয়া প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। যেখানে পঞ্চাশ হাজারের বেশী ছাত্র-

ছাত্রী ইলম অর্জন করার সুবিধা লাভ করছে। আপনারা আপনাদের ওয়াজিব ও নফল সদকা দিয়ে দা'ওয়াতে ইসলামীর সাথে সঙ্গ দিন। اِنۡ شَآءَ اللّٰہ এই সঙ্গ আপনার কবরকে আলোকিত করার পাশাপাশি হাশরের দিনেও কাজে আসবে।

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

**হে আশিকানে আউলিয়া! আল্লাহ পাকের** নেককার বান্দাদের সংস্পর্শের অসংখ্য বরকত রয়েছে, তাদের মধ্যে একটি হলো নফসের প্রতি তৎপরতা এবং তার ধোকার পরিচয় অর্জন করাও।

হযরত শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ। এই প্রসঙ্গে বলেন: مَنۡ اَکۡثَرَ مِنۡ مُّخَالَطَۃِ الۡعَارِفِیۡنَ بِاللّٰہِ عَرَفَ نَفۡسَہٗ অর্থাৎ যেই ব্যক্তি **আল্লাহ পাকের** পরিচয় অবগতকারী বান্দাদের (অর্থাৎ আউলিয়া কেরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام) সংস্পর্শে থাকে, সে নিজের নফসকে চিনে নেয়। (আলফাতহুর রব্বানী, ১৮০ পৃষ্ঠা) তিনি আরও বলেন: নিশ্চয় আউলিয়ায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এর বৈশিষ্টের মধ্যে এটাও রয়েছে যে যখন তাঁরা কারো দিকে দৃষ্টি দেয় এবং তাঁর (অন্তরে) উপর মনোযোগ দিয়ে তার ঈমান, বিশ্বাস ও স্থায়ীত্বে আরও সম্পর্কযুক্ত হয়ে যায়। (আলফাতহুর রব্বানী, ২১৯ পৃষ্ঠা)

**হে আশিকানে রাসূল!** বুঝতে পেরেছেন! **আল্লাহ পাকের** নেককার বান্দাদের সংস্পর্শে থাকার বরকতে অন্তরের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যায়। বর্তমান সময়ে উত্তম সংস্পর্শ পাওয়ার একটি মাধ্যম হলো আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকা। আমরাও এই মাদানী পরিবেশে দৃঢ়তার সাথে সম্পৃক্ত থেকে গুনাহ থেকে বাঁচার এবং নেক আমলের উৎসাহ পাওয়ার জন্যে সপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা, সম্মিলিতভাবে দেখা সপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা এবং অন্যান্য মাদানী কাজে অংশগ্রহনের সাথে সাথে, প্রত্যেক মাসে ৩ দিনের কাফেলার সফর করার সৌভাগ্য অর্জন করতে থাকা উচিৎ, আশিকানে রাসূলের সংস্পর্শ এবং মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করার অভ্যাস করা উচিৎ, কেননা নেককার লোকদের মূহুর্তের সংস্পর্শ, বড় বড় গুনাহগারদের নেককার বানিয়ে দেয়, যেমন

## গাউছে আযমের দৃষ্টিতে চোর কুতুব হয়ে গেলো

বর্ণিত আছে: একবার হুযুরে গাউছে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মদীনা শরীফে হাজেরী দিয়ে পায়ে হেটে বাগদাদ শরীফের দিকে আসছিলো, পথিমধ্যে এক চোর কোন মুসাফিরের কাছ থেকে লুণ্ঠন করার জন্য অপেক্ষা করতেছিলো, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখন তার নিকট পৌঁছলেন তখন জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি কে? সে উত্তর দিলো: গ্রাম্য লোক, কিন্তু তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের কারামতের মাধ্যমে তার গুনাহ এবং পাপাচারের লিখাগুলো দেখে নিলেন, সেই চোরের অন্তরে খেয়াল আসলো যে: "হয়তো ইনি গাউছে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হবে," তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর তার অন্তরে সৃষ্টি হওয়া ধারনা সম্পর্কেও জানা হয়ে গেলো, তো তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: আমি আব্দুল কাদির। এটা শুনতেই সেই চোর তৎক্ষণাৎ তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কদমে লুটে পড়ে এবং তার মুখে يَاسَيِّدِیْ عَبْدَالْقَادِرِشَيْئًالِلّٰهِ (অর্থাৎ হে আমার আক্বা আব্দুল কাদির! আপনাকে **আল্লাহ পাকের** ওয়াস্তা আমার উপর দয়া করুন) জারি হয়ে গেলো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর তার উপর দয়া এসে গেলো এবং তার সংশোধনের জন্যে **আল্লাহ পাকের** দরবারে আরজ করলেন এবং অদৃশ্য থেকে সংবাদ আসলো: "হে আব্দুল কাদির! এই চোরকে সঠিক রাস্তা দেখিয়ে দাও এবং হেদায়াতের পথপ্রদর্শক হিসাবে তাকে কুতুব বানিয়ে দাও।" অতঃএব তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দয়ার দৃষ্টিতে সে কুতুবিয়তের দরজায় পৌঁছে গেলো। (সিরাতে গউছুছ ছাক্বালাঈন, ১৩০ পৃষ্ঠা, গাউছে পাক কে হালাত, ৩৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

**হে আশিকানে গাউছে আযম!** আপনারা শুনলেনতো যে সরকারে বাগদাদ, হুযুর গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দৃষ্টির বরকতে সেই চোরের অন্তরের মলিনতা দূর হয়ে গেলো এবং তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাকে যমানার কুতুব বানিয়ে দিলো, মনোযোগ দিন! যখন **আল্লাহ পাকের** ওলীর দৃষ্টিতে চোর, কুতুব হতে পারে তো আমাদের গুনাহের অপবিত্রতা এবং অন্তরের মরিচাকে ধৌত করা তাদের জন্য কি বড় কিছু? এই জন্য আমাদের আউলিয়ায়ে কেরামের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام সংস্পর্শে থাকা উচিৎ। কেননা **আউলিয়ায়ে কেরামের সংস্পর্শ** দিলের অন্ধকারত্ব দূর করার কারণ হয়। **আউলিয়ায়ে কেরামের সংস্পর্শ** শয়তানের ধোকা থেকে বাঁচার মাধ্যম। **আউলিয়ায়ে**

**কেরামের সংস্পর্শ** নেকীর দিকে ধাবিত হওয়ার উপায় হয়। **আউলিয়ায়ে কেরামের সংস্পর্শ** নফসের উপর বিজয়ী পাওয়ার কারণ হয়। **আউলিয়ায়ে কেরামের সংস্পর্শ** অন্তরের মরিচাকে নিঃশেষ করার মাধ্যম। **আউলিয়ায়ে কেরামের সংস্পর্শ** গুনাহের কুমন্ত্রণা দূর হয়ে যাওয়ার কারণ। **আউলিয়ায়ে কেরামের সংস্পর্শ** মানুষের প্রকাশ্য রূপকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার মাধ্যম। **আউলিয়ায়ে কেরামের সংস্পর্শ** নেকীর দিকে ধাবিত হওয়ার রাস্তা। মোটকথা! **আউলিয়ায়ে কেরামের সংস্পর্শ** অনেক কল্যাণের সমাহার।

আউলিয়ায়ে কেরামে رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام এর নৈকট্য এবং তাঁদের সাথে ভালবাসা রাখার উপকারিতা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত আহমদ বিন হারব رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: নেককারদেরকে ভালবাসা, তাদের সংস্পর্শে থাকা এবং তাদের কর্ম ও কথা অনুস্মরণ করে আমল করা, মানুষের অন্তরকে সবচেয়ে বেশী উপকার দেয়। (তানবিয়াহুল মুগতারিন, ৪১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

**হে আশিকানে আউলিয়া!** এটা একটা সত্য কথা যে **আল্লাহ পাক** যার মাথার উপর বেলায়তের তাজ সাজিয়ে দেন তো তার থেকে এমন এমন জিনিস প্রকাশ হয় যে বিবেক হার মেনে যায়, যেমন **আল্লাহ পাকের** অনুগ্রহে আউলিয়ায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام মৃতকে জীবিত করতে পারেন, আউলিয়ায়ে কেরামের رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام এর বরকতে বৃষ্টি বর্ষিত হয়, **আল্লাহ পাকের** অনুগ্রহে আউলিয়ায়ে কেরাম রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে ভালো করে দেন, আউলিয়ায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام **আল্লাহ পাকের** দয়ায় অদৃশ্যের কথা জেনে নেয়, **আল্লাহ পাকের** দয়ায় আউলিয়ায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام অন্তরের মরিচাকে দূর করে দেন। এবং আউলিয়ায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام **আল্লাহ পাকের** অনুগ্রহে আল্লাহর সৃষ্টিকূলের বিপদ মোচনকারী হয়ে যান।

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه আমাদের গাউছে পাক যার কদম সকল আউলিয়ায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام এর গর্দানের উপর, তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ কেও **আল্লাহ পাক** ক্ষমতা দিয়েছেন যে তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ তার দৃষ্টি দিয়ে বেলায়তের গোপন বিষয়ও অবলোকন করে নিতেন, নিজের কারামতে রোগাক্রান্তদের আরোগ্য করে দিতেন এবং তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর দরবারে উপস্থিত হওয়া ব্যক্তি কখনো বঞ্চিত হয়ে ফিরতো না।

আসুন! গাউছে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর একটি ঈমান উদ্দীপক কারামত শ্রবণ করি, যেমন

## মন্দ আক্বিদা পোষণকারী সঠিক রাস্তায় এসে গেলো

হযরত শায়খ আবুল হাসান আলী কূরাইশী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: কিছু মন্দ আক্বিদার লোক দুইটি ঝুঁড়ি নিয়ে গাউছে পাকের দরবারে আসলো এবং তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে জিজ্ঞাসা করলেন: এই দুইটি ঝুঁড়ির মধ্যে কি আছে? তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ নিজের আসন থেকে নেমে এসে একটি ঝুঁড়ির উপর নিজের হাত মোবারক রাখলেন এবং বললেন: এটাতে বিপদগ্রস্ত বাচ্চা রয়েছে এবং নিজের শাহজাদা আব্দুর রাজ্জাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে সেটাকে খোলতে বললেন: যখন সেই ঝুঁড়ি খোলা হলো তার ভিতর থেকে বিপদগ্রস্ত বাচ্চাই বের হলো। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাকে নিজের হাত মোবারকে উঠিয়ে বললেন: "قُمۡ بِاِذۡنِ الله" (অর্থাৎ **আল্লাহ পাকের** হুকুমে দাঁড়িয়ে যাও) সেই বিপদগ্রস্ত বাচ্চা **আল্লাহ পাকের** হুকুমে উঠে দাঁড়িয়ে গেলো, তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ নিজের হাত মোবারক অপর ঝুঁড়ির উপর রাখলেন এবং বললেন: এটাতে সুস্থ স্ববল বাচ্চা আছে, তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ নিজের শাহজাদাকে সেটাকে খোলার নির্দেশ দিলেন: সেই ঝুঁড়িটাও খোলা হলো এবং সেটা থেকেও একটা বাচ্চা বের হলো এবং উঠে হাটতে শুরো করল, তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তার কপাল ধরে বললেন: বসে যাও, সে বসে গেলো। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর এই কারামত দেখে সেই লোকেরা নিজেদের মন্দ আক্বিদা থেকে তাওবা করে ফিরে আসলো।

হযরত শায়খ আবুল হাসান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: একদিন আমি হুযুর গাউছে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর খিদমতে উপস্থিত ছিলাম, সেই সময়ে আমার একটি প্রয়োজন দৃষ্টিগোচর হলো, সেটা পূরণ করার উদ্দেশ্যে দাঁড়ালাম, তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: তুমি কি চাও? আমি আরজ করলাম: আমার অমুক কাজটি হয়ে যাক! সেই সময়ে আমি বাতেনি বিষয়ের মধ্যে থেকে একটি বিষয়ের আশা করেছিলাম অতঃএব সেই সময় আমার সেটা অর্জন হয়ে গেলো। (আল কলাইদুল যাওয়াহির, ৩০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب!  صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

## গাউছে পাকের মুরিদদের জন্যে সু-সংবাদ

হে আশিকানে আউলিয়া! প্রকৃতপক্ষেই গাউছে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর উপর **আল্লাহ পাকের** বিশেষ রহমতের ছায়া রয়েছে, সেই লোকেরা যারা তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর ছায়াতলে চলে আসে তারাও তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর সদকায় সেই রহমতের অধিকারী হয়ে যায়। আসুন! এই প্রসঙ্গে গাউছে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর তিনটি বাণী শ্রবণ করি:

(১) হুযুর গাউছে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমাকে অনেক বড় একটি রেজিষ্টার দেওয়া হয়েছে যেখানে আমার সহচরদের এবং কিয়ামত পর্যন্ত হওয়া মুরিদদের নাম লিখা ছিলো এবং বলা হয়েছে: এদের সকলকে তোমার নিকট অর্পণ করা হয়েছে। তিনি বলেন আমি দোযকের দারওয়ান (হযরত মালিক عَلَيۡهِ السَّلَام) কে থেকে জিজ্ঞাসা করলাম: দোযকে কি আমার কোন মুরিদও আছে? তিনি উত্তর দিলেন: না। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ আরও বলেন: আমার আল্লাহর ইজ্জত ও জালালিয়্যতের শপথ! আমার মুরিদের উপর আমার রক্ষণের হাত তেমনি রয়েছে যেমনিভাবে আসমান যমিনের উপর ছায়া দিয়ে থাকে। যদি আমার মুরিদ ভালোও না হয়, اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه আমিতো ভালো! আমার পালনকর্তার ইজ্জত ও জালালিয়্যতের শপথ! আমি ততক্ষণ পর্যন্ত আমার প্রতিপালকের দরবার থেকে ফিরবো না যতক্ষণ পর্যন্ত আমার এক একজন মুরিদকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো না। (বাহজাতুল আসরার, (উর্দু) ১৯৩)

(২) হুযুর গাউছে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: **আল্লাহ পাক** আমার সাথে ওয়াদা করেছেন যে আমার মুরিদদের এবং আমার বন্ধুদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, তো যে কেউ নিজেই নিজেকে আমার মুরিদ বলে আমি তাকে কবুল করে আমার মুরিদদের অন্তর্ভূক্ত করে নিই এবং তার প্রতি আমি নজর রাখি। আমি কবরে প্রশ্নকারী ফেরেশতাদের কাছ থেকে এই বিষয়ে অঙ্গিকার নিয়েছি যে তারা কবরে আমার মুরিদদেরকে ভয় প্রদর্শন করবে না। (বাহজাতুল আসরার, (উর্দু) ১৯৩ পৃষ্ঠা)

(৩) হযরত শায়খ আবুল হাসান আলী কুরাইশী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: হুযুর গাউছে আযম দস্তগীর رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেছেন: আমাকে একটি পত্র দেওয়া হয়েছে যেটার বড়ত্ব এত ছিলো যে যতদূর পর্যন্ত দৃষ্টি পৌঁছে, সেটাতে আমার সহচরদের এবং

মুরিদদের নাম ছিলো, যারা কিয়ামত পর্যন্ত আমার মুরিদ হবে এবং আমাকে বলা হলো: সবাইকে তোমার সদকায় ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে।

(বাহজাতুল আসরার, (উর্দু) ১৯৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

## মুরিদ হওয়ার উৎসাহ প্রদান!

**হে আশিকানে রাসূল!** এই সঙ্কটপূর্ণ সময়ে আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ আমাদের জন্য অনেক বড় নিয়ামত, যে তিনি دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ এর মুরিদ হয়, তিনি তাকে হুযুর গাউছে পাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর অনুগ্রহের ছায়ায় সম্পৃক্ত করে দেন। জি হ্যাঁ! আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ সিলসিলায়ে কাদেরিয়াতে মুরিদ করিয়ে থাকেন, সুতরাং আমরাও যদি চায় তাহলে আমরাও আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ এর মাধ্যমে গাউছে পাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর মুরিদদের অন্তর্ভূক্ত হতে পারবো। **আল্লাহ পাক** আমাদের সবাইকে সরকারে গাউছে পাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বরং সকল আউলিয়ায়ে কেরাম رَحِمَہُمُ اللّٰہُ السَّلَام এর প্রতি সত্যিকারে ভালবাসা নসীব করুন।

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد